মার্কিন দূতাবাস
জনসংযোগ শাখা
টেল: ৮৮০-২-৮৮৩-৭১৫০-৪
ফ্যাক্স:৮৮০-২-৯৮৮১৬৭৭, ৯৮৮৫৬৮৮
ই-মেইল: DhakaPA@state.gov
ওয়েবসাইট: http://dhaka.usembassy.gov

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনার বিবৃতি
সামাজিক ব্যবসা দিবস
স্বাগত বক্তব্য
রেডিসন হোটেল, ঢাকা

ঢাকা, জুন ২৮-- শুক্রবার, ২৮ জুন সামাজিক ব্যবসা দিবস অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনা নিম্নরূপ বিবৃতি প্রদান করেন।

সুমহান মানবহিতৈষী, দরিদ্রের প্রতি আস্থাভাজন, এবং আজকের শুভলগ্নে জন্মগ্রহণকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস

মালয়েশিয়া থেকে অভ্যাগত মান্যবর টুংকু আলী রেজাউদ্দীন (টুংকু আলী রায়হৌদীন)

বাংলাদেশে জাপানের বন্ধুবর রাষ্ট্রদূত শিরো সাদোশিমা

অভ্যাগত অন্যান্য বিপুল সংখ্যক পদস্থ অতিথিবর্গ যাঁদের সাথে আমার পরিচিত হওয়ার এখনো অবকাশই হয়নি ।

আর সর্বোপরি আপনারা সকলে... আপনারা যারা মানুষের প্রতি অধ্যাপক ইউনুসের সুগভীর আস্থা, বিশেষ করে দরিদ্রজনের উপর তাঁর আস্থা, দরিদ্ররা যে তাদের নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারকে দারিদ্র্যের কবল থেকে বের করে নেয়ার মতো দৰতা ও প্রত্যয় রাখেন- তাঁর এই বিশ্বাসের যারা অংশীদার

আসসালাম'আলাইকুম ও শুভ সকাল।

বিশাল, গোলাকৃতির দরবার কৰটা উত্তেজনায় ধড়ফর করে উঠল।

মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় মূহুর্তগুলোর নির্বিকার স্বাৰী জমকালো বিশাল পরিসরটা এদিন সকল আচারনিষ্ঠা ত্যাগ করেছিল। সুবিশাল কৰব্যাপী দেয়ালচিত্রের বেষ্টনীঘেরা আমেরিকার বীরপুরৰষদের বাস্তবের চেয়ে বড় আকৃতির প্রতিকৃতিগুলো তাদের মহাকালের ঘুম থেকে উঠে নড়েচড়ে বসেছিল, তারাও যে তাদের প্রতিকৃতির নীচে ইতিহাসের যে মহান অধ্যায়ের উন্মোচন হতে যাচ্ছে তার স্বাৰী হতে চায়। এমন কি পঞ্চাশ মিটার উপরে একটা স্বর্গীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত জর্জ ওয়াশিংটনও যেন উপলৰটা হাতছাড়া করতে রাজী নন, তিনিও নীচের অবিস্মরণীয় দৃশ্যকে তাঁর সহাস্য আশীর্বাদ জানালেন।

একটি মহান ইতিহাসের সৃজনলগ্নের চেতনায় দরবারৰটা আসলেই উত্তেজনায় ধড়ফর করে উঠেছিল।

আর তারপরই সামনে পা বাড়িয়ে সমুপস্থিত হলেন সুন্দরী রমনীটি...

তিনি চোখ ধাঁধানো দরবার কৰ, দেয়ালচিত্র, প্রতিকৃতি, অংকনচিত্র, অপরূপ মর্মরপাথরের অন্তহীন প্রান্তর- সকলকেই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রসারী হাতের একটি মাত্র ইশারাতেই তাঁর পিতার প্রশস্তিমূলক গানে সামিল হতে আমন্ত্রণ জানালেন... আর এই সমবেত সঙ্গীতের অপারসুন্দর ধ্বনীতে প্রতিধ্বনিত হলো তার স্বাপ্নিক বাবার পূণ্যস্বপ্নের রূপছটা।

আমি শুনেছি যে, একটি সহজ সরল গানের মধ্য দিয়ে একজন সুমহান মানুষ তথা মুহাম্মদ ইউনুসের গুণাবলীর সারকথা এত অপরূপভাবে ধারণ করার শৈলী দেখে অনেক উপরে তাঁর নিজ আসনে বসে থাকা জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত একফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন।

আদতেই ইউনুস একজন স্বাপ্নিক মানুষ... তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে গরীবদেরও মূল্য আছে, তারাও তাদের নিজের ও তাদের পরিবার পরিজনের জন্য উন্নততর জীবন কামনা করে, দরিদ্রদের দৰতা আছে, দরিদ্ররা বিণিয়োগ করতে পারে, দরিদ্ররা ব্যবসা করতে পারে, দরিদ্ররা উন্নতি সাধন করতে পারে, দরিদ্ররা তাদের নিজেদেরকে দারিদ্রের কবল থেকে বের করে আনতে পারে, দরিদ্ররাও সমাজে পরিপূর্ণরূপে অবদান রাখার যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্য হতে পারে।

আমাদের অনেকেরই খুব ভাল করেই মনে আছে যে এইসকল স্বপ্নগুলোকে একসময় অতি-সংস্কারধর্মী মনে করা হতো, ব্যঙ্গবিদ্রৰপ করা হতো; পরম্পরাগতভাবেই তখন ধারণা করা হতো যে গরীবদের কোন কর্মদৰতা নেই, গরীবরা বিণিয়োগ করবে না, টাকা দিলে তা তারা স্রেফ খেয়ে ফেলবে; কিন্তু প্রফেসর ইউনুস তাঁর স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে রইলেন এবং এদেশের অতিদরিদ্র অযুতলৰ মানুষের নিকট, বিশেষতঃ মহিলাদের নিকট ৰুদ্রঋণ পৌছানোর এক বিশাল কর্মসূচী নিয়ে নেমে পড়লেন। আমি সারা বাংলাদেশব্যাপী এ ধরণের কয়েক কুড়ি গ্রামীন পলৰী পরিদর্শন করেছি, আমি আমার নিজের চোখে দেখে এসেছি কী করে এই ৰুদ্রঋণ দেশের সবচেয়ে অরৰিত জনগোষ্ঠিকে তাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের জন্য নতুন জীবন গড়তে সমর্থ করে তুলেছে। আমি তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো দেখেছি, তাদের পাকা ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছি, হালে তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের সাথে খোশগল্প করেছি, নিজের চোখেই দেখে এসেছি এখন এইসকল মহিলারা তাঁদের নিজ নিজ পরিবারে বা সমাজে কতটা আধিপত্য রাখেন... আমি আশা নামক স্বপ্নের মহাশক্তি দেখেছি... এটা একটা চমৎকার দৃশ্য।

আমি এ বছরের প্রথমদিকে সানফ্রান্সিসকোতে একটি গ্রামীন প্রকল্প পরিদর্শন করে আমেরিকাতেও একই হালঅবস্থা প্রত্যৰ্য করেছি। আমার মনে হয়েছিল যেন আমি বাংলাদেশের কোন একটা গ্রামে আছি, কারণ ওখানকার মহিলা সদস্যরা তাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করার জন্য, তাদের ও তাদের সন্তানদের জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য ৰুদ্রঋণকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছিল সে গল্প তারা আমার সাথে ভাগ করেছে। আমি আশার মহাশক্তিকে দেখেছি... আর আমেরিকাতেও সেটা একটা চমৎকার দৃশ্য।

কিন্তু এত সাফল্যেও ইউনুস সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেননি, তিনি তাঁর স্বপ্নকে নতুন এক মাত্রায় উন্নীত করে সামাজিক ব্যবসা নামে আরেকটা নতুন ধারণার অবতারণা করলেন, এটা একটা সুন্দর আর সরল ধারণা যার সারকথা হলো, সামাজিক স্বার্থসম্বলিত বিষয়াদির ৰেত্রে লৰ্যমাত্রা নির্ভর বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে, এসকল প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফাকে প্রতিষ্ঠানের টেকসইকরণ নিশ্চিতকরণে ও গরীবদের জন্য উপকারের প্রভাব বিস্তৃতকরণ কাজে পুনর্বিণিয়োগ করা হবে। আবারো গতানুগতিক প্রজ্ঞা ইউনুস সাহেবের ধারণাকে বিদ্রৰপ করল; তবে আবারো সন্দেহবাদীরা ভুল প্রমানিত হলো কেননা এ রকম অনেক ব্যবসা অল্পবিস্তর মুনাফা দিয়ে গরীবের সামাজিক কল্যাণকে প্রবর্ধনা দেয়ার কারণে এখন দ্রৰত বেড়ে উঠছে।

আমেরিকার ক্যাপিটল ভবনের বৃত্তকায় মহাদরবারে বাস্তবিকপৰেই ১৭ই এপ্রিল তারিখে ইতিহাস রচিত হয়েছিল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুসকে, সেই স্বপ্নদেখা মানুষটিকে, সেই স্বাপ্নিক যিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন, এখানে বাংলাদেশে নিযুতলৰ মানুষকে, আমেরিকায় এবং সারা বিশ্বে আশার সঞ্চার করেছেন, তাঁকে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খেতাব কংগ্রেশনাল মেডাল প্রদান করেছিল।

স্বাপ্নিক ইউনুস, দরিদ্রের উপর আস্থাশীল ইউনুস, নতুন জীবন ও নতুন আশার কারিগর ইউনুস, সেই ইউনুস যার আজীবনের সাধ হলো দারিদ্রকে কোন একটা যাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া, সেই ইউনুস হলেন বিশ্বের মাত্র সাতজন ব্যক্তিবর্গের একজন যাঁরা একাধারে নোবেল শান্তি পুরষ্কার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডাল ফর ফ্রিডম, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডাল খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

আমি আর কাউকে এর চেয়ে যোগ্যতর ভাবতে পারছিনা... আমি সেই নিযুতলৰ দরিদ্র মানুষ যারা এখন আশা নিয়েই বেঁচে আছে, তাদের সকলের পৰ থেকে জগতসেবায় তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে গভীরভাবে ধন্যবাদ জানাই।

==========

বিতরণের প্রস্তুতকৃত আকারে